

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অছাত্র-বহিরাগতদের নিয়ে উত্তেজনা ছাত্রদলে বিরোধ চরমে, সভাপতি লাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত ঘোষণা

চট্টগ্রাম অফিস : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থক জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যুত্থান দ্রুত প্রশমন চরম আকার ধারণ করেছে। নবগঠিত কমিটিতে স্থান না পাওয়া বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা গতকাল শনিবার সভাপতি মোঃ সেলিমকে অবাঞ্ছিত করে। এক পর্যায়ে দুপক্ষে মখে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। ছাত্রদলের একাংশ অছাত্র-বহিরাগতদেরও ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে।

বিভিন্ন অংশে বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কমিটি গঠনের পর দৃশ্য মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মোঃ সেলিমকে সভাপতি এবং এম আর মিস্টনকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত কমিটিতে স্বাদামন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান সমর্থিত অংশকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যে কারণে প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সাল্যুউদ্দিন কাদের চৌধুরী সমর্থিত, বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর নাজির এবং হইপ ওয়াহিদুল আলম সমর্থিত অংশের নেতাকর্মীরা অনেকটা কোনােসা হয়ে পড়ে।

সূত্র জানায়, কমিটি থেকে বাদপড়া অংশটি বর্তমান কমিটির সভাপতি মোঃ সেলিমকে অছাত্র দাবি করে কমিটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ ছাড়া গত কদিন আগে এই অংশটি টাকার বিনিময়ে সংগঠনের পদ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ আনে। এ ব্যাপারে ভোরের কাগজে সংবাদ প্রকাশ হলে তা ব্যাপক জোলপাড় সৃষ্টি করে। সাংবাদিকদের কাছে ডব্য সরবরাহের দায়ে চ.বি ছাত্রদলের একজন শীর্ষ নেতাকে শোককর করা হয় বলে সূত্র জানায়, পরবর্তী সময়ে ঐ নেতাকে বর্তমান কমিটি সহসভাপতির পদ দিয়ে বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিরোধ না মিটে আরো বেড়ে যায়।

এদিকে চ.বি ছাত্রদল সাবেক সহদপ্তর সম্পাদক মোঃ রফিক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিদ্রোহিত্তে ছানানো হয়, সভাপতি মোঃ সেলিম লুপ্তি পরিহিত অছাত্র বহিরাগতদের নিয়ে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করতে আসলে সাধারণ

● প্রেস.পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

ছাত্রদলে বিরোধ চরমে, সভাপতি

● শেবের পাভার পর
 ছাত্রদলীয়রা তাদের প্রতিরোধ করে। বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে তারা সভাপতিকে লাঞ্ছিত করে বলে দাবি করে। অছাত্র বহিরাগতদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ক্যাম্পাসে প্রবেশ বন্ধের দাবিতে এফ রহমান হলের আক্রমণক মোঃ রেজাউল করিম রেজার সভাপতিত্বে বিদ্রোহী অংশের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্রোহী অংশটি অছাত্র বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দাবিতে আজ রোববার ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করেছে। তবে গতকাল চ.বি ক্যাম্পাসে সভাপতির ওপর হামলা, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং অবাঞ্ছিত ঘোষণার ব্যাপারে সভাপতি মোঃ সেলিম কিংবা সাধারণ সম্পাদক এম আর মিস্টনের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।